দর্শন অভিধান

লোপামুদ্রা চৌধুরী

গাঙচিল

ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে এসে বুঝতে পারি দর্শনের একটি বাংলা অভিধানের খুব প্রয়োজন। কিন্তু সাহস করে এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথা মনে আসেনি। আমাকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করেন অধ্যাপক বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী।

বছর বারো আগে যখন বাবা পার্কিনসনস রোগে শয্যাশায়ী তখন পালা করে রাত জাগার অবকাশে কাজটা শুরু করি। লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু দিন আগে। কিন্তু শেষ পাঁচ বছর প্রকাশনা সম্পর্কিত সমস্যার দরুণ এত দেরি হল।

এই কাজ সম্পূর্ণ করতে যাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে যদি কোনও নাম বাদ পড়ে যায় তা হলে তা অনিচ্ছাকৃত। প্রথম দফায় অভিধানটি শেফালীদির (অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্র) পরামর্শ অনুযায়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ফ্রাইডে রিডিং গ্রুপের কিছু সদস্যের কাছে পাঠাই। এঁরা হলেন অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্র, অধ্যাপিকা তারা চ্যাটার্জি, অধ্যাপক কালীপদ বক্সী ও অধ্যাপক কুমার মিত্র; এ ছাড়া আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল, অধ্যাপক সৌমিত্র বসু এবং অধ্যাপক মিহিরকুমার চক্রবর্তী। শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণ অভিধানটি পড়ে শ্রীঅর্ণবকুমার মুখোপাধ্যায় মূল্যবান মন্তব্য রাখেন। এঁদের প্রত্যেকের মন্তব্য সযত্নে অভিধানে স্থান পেয়েছে। অভিধানে কিছু কিছু মুখশব্দ (entry) চয়নে সাহায্য করেন অধ্যাপক গঙ্গাধর কর, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা যায়, অধ্যাপক প্রয়াস সরকার, অধ্যাপক মিহিরকুমার

চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী। অধ্যাপক ও সাহিত্যিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মশাই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে অভিধানটি উন্নত করেন।

বিদেশী নামের বাংলাকরণ বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক অম্লান দাশগুপ্ত খানিকটা সাহায্য করেন। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সিইএসসি-রে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর স্বর্গীয় শান্তনু চ্যাটার্জি সোৎসাহে কিছুটা সাহায্য করেন। অবশেষে গাঙচিল-এর অধীরবাবু এই কাজটি তাঁর প্রমাদ সংশোধকের উপর ন্যস্ত করেন। বিদেশি শব্দের বাংলাকরণের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় এই বিষয়ে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়।

অভিধানটি পাণ্ডুলিপি থেকে টাইপ পর্যায়ে প্রবর্তন করেন শ্রীউদয়ন চক্রবর্তী। পরবর্তিকালে এই দায়িত্ব নেন শ্রীঅর্ণব ভট্টাচার্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন স্টাডিজ বিভাগের শ্রীমতী অনিন্দিতা ভাদুড়ী প্রথম দফায় প্রামাদ সংশোধকের কাজ করেন। ডঃ উমা ধর এবং শ্রীমতী অদিতি সিংহও এ বিষয়ে খানিকটা সাহায্য করেন।

২০০৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ গ্রান্ট থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট হিসাবে অনুদান পাই এই কাজের জন্য। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা অমিতা চ্যাটার্জি ও অধ্যাপিকা স্মিতা সরকার আমাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করেছেন কাজটি শেষ করার জন্য। এ কাজের জন্য সর্বাধিক বঞ্চিত ছোট্ট অঙ্কুর আজ শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে যৌবনের তোরণদ্বারে পৌঁছে গেছে। কাজটা ওর ছেলেবেলার দিনগুলোকে নীরস ও নিঃসঙ্গ করেছে বারংবার। আমার বাবা, মা, ভাই ও মল্লিকার সহযোগিতা না পেলে কাজটি শেষ করতে পারতাম না। শ্রীচিরদীপ গাঙ্গুলি, শ্রীমতী অদিতি সিংহ ও শ্রীসন্দীপ বসুমল্লিক আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। ২০০১ থেকে ২০১৩ অর্থাৎ দীর্ঘ বারো বছর পেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে নানা জনের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা অভিধানটি ব্যবহার করে উপকৃত হলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। সব শেষে অধীর বিশ্বাস এবং গাঙচিল পরিবারের সহযোগিতায় প্রকাশনা সম্ভব হল বলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

লোপামুদ্রা চৌধুরী